নাহূম

১ নিনিভে সম্বন্ধে দৈববাণী।
এল্‌কোশ-নিবাসী নাহূমের দর্শন-পুস্তক।

ভয়ঙ্কর ও মঙ্গলময় প্রভুর স্তুতিগান

২ প্রভু এমন ঈশ্বর, যিনি ভালবাসায় প্রতিযোগী সহ্য করেন না;
তিনি প্রতিফলদাতা ঈশ্বর;
প্রভু প্রতিফলদাতা, তিনি ক্রোধে মহান!
প্রভু তাঁর বিরোধীদের প্রতিফল দেন,
তাঁর শত্রুদের প্রতি আক্রোশ রাখেন।
৩ প্রভু ক্রোধে ধীর, পরাক্রমে মহান,
তিনি অদণ্ডিত কিছুই রাখেন না।
ঝড়ো বাতাস ও ঝঞ্ঝাই প্রভুর পথ,
মেঘপুঞ্জ তাঁর পদধূলি।
৪ তিনি সমুদ্রকে ধমক দেন, তা শুষ্ক হয়,
তিনি যত জলস্রোত শুকিয়ে দেন।
বাশান ও কার্মেল ম্লান হয়,
লেবাননের ফুলও নিস্তেজ হয়।
৫ তাঁর সম্মুখে পাহাড়পর্বত কম্পিত হয়,
উপপর্বতগুলো টলমান হয়;
পৃথিবী, জগৎ ও তার অধিবাসী সকলেই তাঁর সামনে উঠে দাঁড়ায়।
৬ তাঁর কোপের সামনে কে দাঁড়াতে পারে?
কেইবা তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখীন হতে পারে?
তাঁর রোষ ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত,
তাঁর উপস্থিতিতে শৈল ফেটে পড়ে।
৭ প্রভু মঙ্গলময়,
সঙ্কটকালে দৃঢ়দুর্গই তিনি;
যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তাদের তিনি জানেন,
৮ যখন বন্যা এগিয়ে আসে, তখনও তিনি তাদের জানেন।
যারা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তিনি তাদের সংহার করেন,
তাঁর শত্রুদের তিনি অন্ধকারে ধাওয়া করেন।

যুদা ও আসিরিয়ার উপরে নবীর বিচার

৯ তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করছ?
তিনি তো একেবারেই ধ্বংস করেন,

দ্বিতীয়বার দুর্দশা এসে পড়বে না,
১০ কেননা জড়ানো কাঁটার মত,
—তাদের মদ্যপানীয়তে মাতাল হয়ে—
তারা শুষ্ক খড়ের মত আগুনে নিঃশেষিত হবে।

আসিরিয়ার প্রতি উচ্চারিত বাণী

১১ হে নিনিভে, তোমা থেকে সেই একজন বেরিয়েছে,
যে প্রভুর বিরুদ্ধে অমঙ্গল ষড়যন্ত্র করছে:
সে ধূর্ত এক মন্ত্রণাদাতা।

যুদার প্রতি উচ্চারিত বাণী

১২ প্রভু একথা বলছেন:
বলবান ও বহুসংখ্যক হলেও
তারা এমনি ছিন্ন হবে, আর সেও অতীত হবে।
আমি তোমাকে নত করেছি,
আর পুনরায় নত করব না।
১৩ এখনই আমি তোমার ঘাড়ে চাপা তার সেই জোয়াল ভেঙে ফেলব,
তোমার বেড়ি ছিন্ন করব।

নিনিভে-রাজের প্রতি উচ্চারিত বাণী

১৪ কিন্তু তোমার বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা এই:
তোমার বংশধরদের মধ্যে কেউই তোমার নাম বহন করবে না,
তোমার দেবালয় থেকে
খোদাই করা ও ছাঁচে ঢালাই করা যত মূর্তি উচ্ছেদ করব,
আমি তোমার কবর প্রস্তুত করব, তুমি যে লঘুভার!

যুদার প্রতি উচ্চারিত বাণী

২ ওই দেখ, পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে,
শান্তি ঘোষণা করে!
যুদা, তোমার সমস্ত পর্বোৎসব পালন কর,
তোমার সমস্ত ব্রত উদ্‌যাপন কর,
কেননা সেই ধূর্ত আর তোমার মধ্যে যাতায়াত করবে না:
সে এখন একেবারে উচ্ছিন্ন!
২ তোমার বিরুদ্ধে ধ্বংসনকারী একজন উঠে আসছে:
দুর্গগুলো রক্ষা কর,
পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ, কোমর কষে বাঁধ,
তোমার সমস্ত শক্তিদল জড় কর।

নিনিভের পতন

৩ কারণ প্রভু যাকোবের দৃঢ়তা নিয়ে ফিরে আসছেন,
তিনিই ইস্রায়েলের দৃঢ়তা!
দস্যুরা তাদের তছনছ করে ফেলেছিল,
তাদের আঙুরলতাগুলো বিনাশ করেছিল।
৪ ওর বীরদের ঢাল রক্তে মাখা,
যোদ্ধারা লাল পোশাকে পরিবৃত,
ওর সমস্ত রথের লোহা আগুনের মত দীপ্তিময়,
আক্রমণ করতে উদ্যত;
বর্শাগুলোও তৈরী।
৫ পথে পথে রথগুলো উন্মাদের মত চলে,
রাস্তা-ঘাটে দ্রুত হয়ে যাতায়াত করে,
তাদের চেহারা অগ্নিশিখার মত,
তারা বিদ্যুতের মত ছুটাছুটি করে।
৬ আসিরিয়া-রাজ তাঁর সাহসী নেতাদের স্মরণ করেন,
তারা পায়ে হোঁচট খাচ্ছে!
প্রাচীরের দিকে দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে,
অবরোধ-যন্ত্র এবার জায়গায় বসানো হল।
৭ নদী-বাঁধের দ্বারগুলো খোলা হয়,
রাজপ্রাসাদ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
৮ সেই পরমাসুন্দরীকে নির্বাসনের দেশে নেওয়া হয়,
তার দাসীরা কপোতের সুরে হাহাকার করে,
বুক চাপড়ায়।
৯ নিনিভে ছিল জলে ভরা দিঘির মত;
এখন কিন্তু সকলে পালাতক:
দাঁড়াও, দাঁড়াও!—কিন্তু কেউ মুখ ফেরায় না।
১০ রুপো লুট কর, সোনা লুট কর,
কেননা এমন ধন রয়েছে যার সীমা নেই,
রাশি রাশি বহুমূল্য রত্নও রয়েছে।
১১ ধ্বংস, বিনাশ, উৎসন্নতা!
হৃদয় বিগলিত হয়, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হয়,
সকলের কোমর কাঁপে,
সকলের মুখ কালিবর্ণ।

সিংহ-আসিরিয়ার উপরে বিচারদণ্ড

১২ কোথায় সিংহদের সেই আস্তানা,
কোথায় যুবসিংহদের সেই গুহা,

যেখানে সিংহ, সিংহী ও যুবসিংহেরা যেত
আর ভয় দেখাবার মত কেউই থাকত না?
১৩ সিংহ তার শাবকদের জন্য যথেষ্ট পশু কেড়ে নিত,
তার সিংহীদের জন্য শিকারটির গলা চেপে মারত,
নিজের গর্ত যত মরা পশুতে
ও আস্তানায় দীর্ণ পশুতে পূর্ণ করত।
১৪ দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে—বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—
আমি তোমার রথগুলো পুড়িয়ে ধূমে বিলীন করব,
এবং খড়্গ তোমার যুবসিংহদের গ্রাস করবে।
হ্যাঁ, পৃথিবীতে আমি তোমার জন্য লুটের বস্তু বলে কিছুই রাখব না,
তোমার দূতদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না।

বেশ্যা-নিনিভের উপরে বিচারদণ্ড

৩ ওই রক্তপাতী নগরীকে ধিক্!
সে মিথ্যায় ভরা, অত্যাচারে পরিপূর্ণা,
লুট করতেও কখনও ক্ষান্ত নয়!
২ চাবুকের আওয়াজ, চাকার ঘর্ঘর,
ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ, চলন্ত রথের আওয়াজ,
৩ অশ্বারোহীর দলবদ্ধ আগমন, খড়্গের বিদ্যুৎ-ঝলক,
বর্শার উজ্জ্বল ঝলসানি, রাশি রাশি ক্ষতবিক্ষত মানুষ,
মৃতদেহের ঢিপি, লাশের শেষ নেই,
শবের উপরে লোকে হোঁচট খায়!
৪ তেমনটি হচ্ছে সেই বেশ্যার অসংখ্য বেশ্যাগিরির ফলে,
সেই পরমাসুন্দরী মায়াবিনী নিজের বেশ্যাগিরিতে জাতিসকলকে,
নিজের মায়াতে গোষ্ঠীসকলকে নিজের অধীন করত।

৫ দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে,
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
আমি তোমার সায়া তুলে তোমার মুখের উপরে টেনে দেব,
জাতিসকলের কাছে তোমার উলঙ্গতা,
ও রাজ্যসকলের কাছে তোমার লজ্জা দেখাব।
৬ আমি তোমার গায়ে ময়লা ছুড়ে মারব,
তোমাকে লজ্জা দেব, তোমাকে করব ঘৃণ্য বস্তু।
৭ তখন যে কেউ তোমাকে দেখবে,
সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে;
সে বলবে: 'নিনিভে এবার বিলুপ্ত!' কে তার জন্য শোক করবে?
কোথায় গিয়ে আমি এমন কাউকে পাব, যে তাকে সান্ত্বনা দেবে?

নো-আমোনের দৃষ্টান্ত

৮ নো-আমোনের চেয়ে তুমি কি বলবান?
সে তো নীল নদীর মধ্যে সুখে আসীন,
ও চারদিকে জলে ঘেরা;
জলরাশি ছিল তার প্রাকার,
সমুদ্র তার প্রাচীর।
৯ ইথিওপিয়া ও মিশর ছিল তার বল,
এমন বল যা সীমাহীন;
পুট ও লিবীয়েরাও ছিল তার মিত্র;
১০ অথচ সেও নির্বাসনের দেশে চলে গেল,
বন্দিদশার দেশে তাকে নেওয়া হল।
তার শিশুদেরও পথের মোড়ে মোড়ে
আছাড় মেরে খণ্ড খণ্ড করা হল।
শত্রুরা তার গণ্যমান্য লোকদের জন্য গুলিবাঁট করল,
এবং তার অমাত্যরা বেড়িতে আবদ্ধ হল।
১১ তুমিও তলানি পর্যন্ত পান করে মূর্ছা যাবে;
তুমিও শত্রুর হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করবে।

নিনিভের যত প্রস্তুতি বৃথা

১২ তোমার সমস্ত দৃঢ়দুর্গ আশুপক্ক ফলে ভরা ডুমুরগাছমাত্র;
গাছে ঝাঁকুনি দিলেই যত ফল পড়ে তার মুখে,
যে সেগুলো খেতে চায়।
১৩ দেখ, তোমার মধ্যে প্রজারা কেবল স্ত্রীলোক,
তোমার দেশের নগরদ্বার তারা শত্রুদের জন্য খুলে রাখে,
আগুন তোমার যত অর্গল গ্রাস করে!
১৪ অবরোধকালের জন্য জল তোল,
দৃঢ় কর তোমার যত দুর্গ,
কাদা ছান, ইটের পাঁজা সাজাও।

মহানগরী এখন জনহীন

১৫ কিন্তু তবুও আগুন তোমাকে গ্রাস করবে,
খড়্গ তোমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবেই,
যদিও তুমি পতঙ্গের মত বড় ঝাঁক হও,
যদিও শুঁয়াপোকার মত বড় ঝাঁক হও
১৬ ও আকাশের তারার চেয়েও
তোমার যোদ্ধাদের বহুসংখ্যক কর।
পতঙ্গ ঝাঁক বেঁধে তো উড়ে চলে যায়!

১৭ তোমার নেতারা পঙ্গপালের মত,
তোমার অধিনায়কেরা ফড়িঙ ঝাঁকের মত ;
সেগুলো তো শীতের দিনে বেড়ায় বেড়ায় আশ্রয় নেয়,
কিন্তু সূর্য উদিত হলে উড়ে যায় ;
কোথায় গেল, তা জানা যায় না।
১৮ হে আসিরিয়া-রাজ, তোমার রাখালেরা ঘুমোচ্ছে,
তোমার বীর-যোদ্ধারা বিশ্রামে আছে!
তোমার প্রজারা পর্বতে পর্বতে ছত্রভঙ্গ রয়েছে,
তাদের সংগ্রহ করার মত কেউই নেই।

বিশ্ববিলাপ

১৯ তোমার আঘাতের প্রতিকার নেই,
তোমার ঘা নিরাময়ের অতীত।
যে কেউ তোমার খবর শুনবে, তারা হাততালি দেবে।
কেননা তোমার নিষ্ঠুরতা
কার্ উপরেই না অবিরত বর্ষিত হয়েছে?